হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১২



ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ইসলামী অর্থনীতি পরিচিতি
- ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্টাবলী
- ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়
- ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা
- বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিকাশধারা
- একনজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা
- ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি
- ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহঃ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ পরিচিতি
- আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের মূলনীতি/ গ্রহণীয় ইনফাকের শর্তাবলী
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর পদ্ধতি
- আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যয়ের খাতসমুহ
- রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণের দান ও কুরবানীর উদাহারণ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১২



ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ইসলামী অর্থনীতি পরিচিতি
- ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্টাবলী
- ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়
- ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা
- বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিকাশধারা
- একনজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা
- ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি
- ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহঃ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ পরিচিতি
- আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের মূলনীতি/ গ্রহণীয় ইনফাকের শর্তাবলী
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর পদ্ধতি
- আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যয়ের খাতসমুহ
- রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণের দান ও কুরবানীর উদাহারণ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ইসলাম একটি আধুনিক, ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণমুখী, সরল, সর্বোত্তম, পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের এক সুনিবিড় ও সমন্বিত সম্মিলন, রয়েছে জীবনের সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। ইসলামী অর্থনীতি মানব জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। এর উৎস হচ্ছে আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ। ইসলাম একটি আদর্শিক ও গতিশীল জীবন দর্শন হিসেবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করেছে। মানুষ আল্লাহ্‌র অসীম সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করবে, পরস্পরের সাথে কিভাবে লেনদেন সম্পাদিত হবে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহ করবে এবং তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন কেমন হবে তার বিস্তারিত আলোচনা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আলোকপাত করা হয়েছে।

১. ইসলামী অর্থনীতি পরিচিতি

অর্থনীতির আরবি প্রতিশব্দ 'আল-ইকতিসাদ'। 'কসদুন' মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। 'কসদ' বা 'ইকতিসাদ' এর আভিধানিক অর্থ হলো রুচিসম্মত চালচলন, মধ্যমপন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় অর্থনৈতিক জীবনযাপনের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে, এ জন্য একে আল-ইকতিসাদ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে তারা ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বর্তমান সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ আল-কুর'আন, আস-সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচালিত হচ্ছেন। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ইসলামে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী মৌলিক বিধানসমূহ অপরিবর্তিত রেখে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে সকল সমস্যার

সমাধান পেশ করেছেন। তবে শরী'আহ্‌র বিধান ও মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধ অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিশিষ্ট কয়েকজন প্রথিতযশা ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রদত্ত কয়েকটি প্রমাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

- প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এস. এম. হাসান উজ্জামানের মতে, Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and rules of the shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligations to Allah and the society. (S. M. Hasanuzzaman, Definitions of Islamic Economics, p.52)

  (ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তার ব্যয় বিতরণের প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলুম ইত্যাদি প্রতিরোধে আরোপিত ইসলামী শরী'আহ্‌র বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহর্ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে।)
- পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ আকরাম খান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'An Introduction to Islamic Economics'- এ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, Islamic Economics aims at the study of human falah acheived by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation. (সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিত করণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।)

- প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম. নিজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মতে, Islamic Economics is the Muslim thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience. (সমকালীন সময়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের কুর'আন, সুন্নাহ, যুক্তি ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা দ্বারা তৈরি করাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।)
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নানের মতে, Islamic Economics is a composite social science which studies the problem of production, distribution and consumption through integrative system of exchange and transfer over time and their social and moral consequences in the light of Islamic rationalism. It assume the presence of Islamic man. (ব্যাপক অর্থে অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমন্বিত সমাজ বিজ্ঞান যা উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সমস্যাগুলোকে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আলোচনা করে এবং বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিতে মানুষের সাথে সামগ্রিক কল্যাণমুখী করে এর সামাজিক ও নৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে। এ শাস্ত্র ইসলামী মানুষের উপস্থিতিকেই সর্বক্ষেত্রে অনুভব করে।)
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম. ওমর চাপড়ার মতে, Islamic Economics is that branch of knowledge which helps to realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching

without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. (ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সামষ্টিক অর্থনীতির কোন রকম ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।) (Dr. Mr. Umer Chapra, What is Islamic Economics. P.33)

- তুরস্কের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. সাবাহ ইলদিন জাইমের মতে, Islamic Economics is a systemic effort to study the economic problem and man's behavior in relation to it from an Islamic perspective. (ইসলামী অর্থনীতি বলতে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংঘবদ্ধ বিশেষ্লণ ও অধ্যয়নকে বুঝায়। (Prof. Dr. Sabah Eldin Zaim, Islamic Economics as a System Based on Human Values, Vol-6, P.15)
- প্রিন্স মাহমুদ আল-ফয়সাল আল সউদের মতে, Islamic Economics is the science of how man uses resources and means of production to study his worldly needs according to a predetermined Allah given code in order to achieve the greatest equity. (ইসলামী অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নীতিমালার আওতায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মানুষের চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।)
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের মতে, 'ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বুঝায় যার

আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিনামফল ইসলামী আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়।'

অতএব, ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি অন্যতম দ্রুত বিকাশমান আর্থিকধারা। এটি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামের আলোকে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি পণ্য সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ সংক্রান্ত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে। সম্পদের সদ্ব্যবহারের মধ্যে মানবকল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সম্পদ দান করেছেন তা অসীম নয়, সসীম। সসীম সম্পদ থেকে কল্যাণ পেতে হলে বা অভাব মোচন করতে হলে অবশ্যই সীমিত সম্পদের সৎব্যবহার করতে হবে। অতএব মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে সম্পদের সদ্ব্যবহার করলে মানবকল্যাণ সাধিত হতে পারে। আল্লাহ্‌র বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। সুতরাং নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত আদর্শভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। এ ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বিধান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে মানব জীবনের সার্বিক ও সর্বাধিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়। শুধু ব্যক্তি জীবন নয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বের বৃহৎ পরিসরেও ইসলামী অর্থব্যবস্থা সর্বাধিক ও সুনিশ্চিত কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যাবলী

আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত দু'টি অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্র তো এর উত্থানের সত্তর বছরের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সমাজতন্ত্রের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদ এখন একচ্ছত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পৃথিবী আজ এই দু'প্রকার

অর্থব্যবস্থার নির্মম ও সর্বগ্রাসী নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বিশ্বমানবতা আজ এই উভয় প্রকার সমাজ ও অর্থব্যবস্থা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চায়। একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থাই পারে মানুষের এই আকাংখা পূরণ করতে। পারে তাদেরকে সঠিক অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে। ইসলামী অর্থনীতির মধ্যেই এই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফাত, 'আদালাত ও আখিরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর রয়েছে নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবল তত্বাবধায়ক মাত্র। এটি হলো সুদমুক্ত ও যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সম্পদ উপার্জনে এর রয়েছে হালাল-হারামের সীমারেখা। এ অর্থব্যবস্থায় কল্যাণ বলতে শুধু অর্থের মাপকাঠিতে বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কল্যাণকে বুঝায় না বরং মানুষের ব্যাক্তিগত, সামষ্টিক, ইহকালীন ও পরকালীন সামগ্রিক কল্যাণকে বুঝায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সূত্র ও তত্ত্বসমূহ সর্বদাই নৈতিকাতার সাথে জড়িত। নৈতিকতাবিরোধী কোন নীতি বা সূত্রের ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্থান নেই। ইসলামী অর্থব্যবস্থা জনগণের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের পথ নির্দেশ করে। এজন্যই বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় আর্থিক ব্যবস্থার নাম। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা ঐশী প্রদত্ত বলে এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত।

তাই প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। সে কারণে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্নে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করা হলো-

ক. ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত

ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ অর্থব্যবস্থা ইসলামী শরীআহ্‌র নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়। কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত শর'ঈ নীতিমালার যা কিছু নেতিবাচক তা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পরিহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শরী'আহ্‌র সীমার মধ্যে বেশ কিছু কাজকে বৈধ বা হালাল বলেও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন অর্থনীতিতে এ ধরনের বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের বিধান নেই।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বরাদ্দ ও বণ্টনে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম হয়। এছাড়া আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যবস্থায় পূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। ইসলামী ব্যাংক বঞ্চনা ও জুলুমের প্রধান হাতিয়ার সুদকে বর্জন করে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বকে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে।

খ. সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই পরিমাণ সামগ্রীর কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে, অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ। মহান আল্লাহ আল-কুরআনের প্রায় পনেরটি আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে সুদকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে তা থেকে মু'মিনদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা- সূরাতুল বাকারাহ : ২৭৫-২৮১, সূরাহ আলে ইমরান : ১৩০-১৩১, সূরাতুন নিসা : ১৬০-১৬২, সূরাতুল মায়িদা : ৬২-৬৩, সূরাতুর রূম : ৩৯। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকল প্রকার সুদ ও সুদভিত্তিক লেনদেন আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুদের হার উচ্চ হোক বা নিম্ন হোক, চক্রবৃদ্ধি সুদ হোক বা সরল সুদ হোক, ইসলামে সব সুদই হারাম। মহান আল্লাহ সূরাহ আল-বাকারা ২৭৫তম

আয়াতে বলেন,

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

'আর আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।' ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেন এতোটাই মারাত্মক অপরাধ যে, সুদের লেনদেন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য। এছাড়া আল-কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় সেই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে সুদের মধ্য থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো।' (সূরাতুল বাকারাহ: ২৭৮)

সুদ সম্পর্কিত আল-কুরআনের নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি রাসূল (স.)-এর ৪০টিরও অধিক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণিত। সুদখোরদের প্রতি রাসূল (স.) অভিশাপ দিয়েছেন। জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। রাসূল (স.) আরো বলেন, পাপের দিক দিয়ে তারা সমান অপরাধী।

(সহীহুল বুখারী, সহীহুল মুসলিম, জামি'উত তিরমিযী)

রাসূল (স.) আরো বলেন, সুদের মধ্যে ৭৩ (তিয়াত্তর) প্রকার গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় পাপ। (সুনানু ইবন মাজাহ)

সুদের ভিত্তিতে মূলধন নিয়ে যারা কলকারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায় তারা নিজেদের মূলধন বা মুনাফার অংশ থেকে সুদ দেয় না। তারা সেটা পণ্যের মূল্যের উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এই সুদ কার্যত ভোক্তাসাধারণকেই দিতে হয়। তাই

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদের হার যত বেশি হয়, দ্রব্যমূল্য তত বেড়ে যায়। সুদ জাতীয় অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে। এটি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যহত করে।

গ. সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এবং ইসলামী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। গণমানুষের কল্যাণে সুদবিহীন আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করাই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সুদের উপর ভিত্তি করে যে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী অকল্যাণকর থাবা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে এমনকি অমুসলিম দেশসমূহেরও ইসলামী পুনর্জাগরণ বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং অর্থ ব্যবস্থায় ইতোমধ্যেই একটি স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতির সার্থক প্রয়োগ হলো ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাংকগুলো অত্যন্ত সফলতার সহিত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং জনমনে আস্থা ও আশার সঞ্চার ঘটাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সরকারি আনুকূল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এখন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নতুনতর মাত্রা লাভ করে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত হচ্ছে- নতুন পৃথিবীর জন্য নতুন অর্থব্যবস্থার আয়োজনই এর লক্ষ্য। আজকের সমাজ জীবনে শোষণ, বঞ্চনা, দৈন্য, অসাম্য ও অবিচারের মূল উৎস হলো মূল্যবোধহীন ও নীতিহীন অর্থব্যবস্থার অধিপত্য। তাই আজ বিশ্বব্যাপী নয়া অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরত্ব দেয়া হচ্ছে। একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের অর্থব্যবস্থার অন্য কোনো বিকল্প নেই।

ঘ. যাকাত ও 'উশর ব্যবস্থা কায়েম

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। ঈমান ও সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত। আল-কুরআনে ২৭টি আয়াতে সালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি কোনো স্বেচ্ছামূলক বা দয়ার দান নয় যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে দেয়া হয়। প্রত্যেক সম্পদশালীর সম্পদেই রয়েছে গরীব অসহায় বঞ্চিতদের অধিকার।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

'আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।' (সূরাহ আয-যারিয়াত: ১৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا

'তাদের (ধনীদের) মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি সেগুলোকে এর মাধ্যমে পবিত্র করতে এবং বরকতময় করতে পার ।' (সূরাহ আত-তাওবা: ১০৩)

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণকর অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে মানবরচিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে সমাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চালাচ্ছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অথচ ইসলাম বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছে যাকাতভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রায় ৯১% মুসলিম। অথচ এদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এবং পূর্ণ দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই অবস্থা যেমন কাংখিত নয়, তেমনি এমন থাকার কথাও নয়। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শরী'আতের নির্দেশিকা পূর্ণ অনুসরণ করে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যাকাত আদায় এবং সুষ্ঠু বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ত্রাণ, পূনর্বাসন, চিকিৎসালয় স্থাপন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নারীদের কর্মসংস্থান ও অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব।

ঙ. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উত্তরাধিকার আইন

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার যে অধিকার রয়েছে, তা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। ধন-সম্পদ বণ্টনের যত নিয়ম ও পন্থা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভুল ও কার্যকরী ব্যবস্থা হলো উত্তরাধিকার আইন। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। আল-কুরআন গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। যেমন- সূরাহ আল-বাকারা : ১৮০, ২৪০; সূরাহ আন-নিসা : ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৯, ৩৩, ১৭৬; সূরাহ আল-মায়িদাহ : ১০৫, ১০৮ ইত্যাদি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা শিক্ষা লাভের জন্য জোর তাকিদ দিয়ে বলেছেন,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»

"তোমরা ফারাইয শিখ এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। তোমরা কুরআন শিখ এবং

মানুষকে তা শিক্ষা দাও । কেননা আমাকে একদিন বিদায় নিয়ে যেতে হবে। অচিরেই ইলম তুলে নেয়া হবে এবং নানা প্রকার ফিতনা দেখা দেবে। তখন অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ফারাইয নিয়ে দু'ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে, অথচ তারা এমন কাউকে পাবে না যে তার ফায়সালা করবে।" (সুনান নাসায়ী)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন,

«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

"তোমরা ফারাইয শিখ এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা এটা ইলমের অর্ধেক এবং এটাই প্রথম বিস্মৃত হয়ে যাবে আর আমার উম্মত হতে সর্বপ্রথম এ জ্ঞানই তুলে নেওয়া হবে।" (সুনানু ইবন মাজাহ)

মানুষ মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানার অধিকার কোনোরূপ প্রতিদান বা অনুগ্রহ ব্যতীতই তার ওয়ারিস বা প্রাপকগণের নিকট স্থানান্তরিত হওয়াকে 'উত্তরাধিকার' বলে। 'উত্তরাধিকার' হল মালিকানা আবর্তন, যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের অনুকূলে বর্তায়।

ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে অত্যন্ত সুন্দর, বিজ্ঞান সম্মত, ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন উপহার দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো সভ্যতা অথবা মানব রচিত কোনো মতবাদ এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত মীরাসী আইন জাতিকে উপহার দিতে পারেনি।

ইসলাম তার এ মজবুত ও নিখুঁত মীরাসী আইনকে সময় ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছে। এতে নতুন কোনো চিন্তা, গবেষণা, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের যাবতীয় ছিদ্রপথ এ আইনের ব্যাপারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে। পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক দায়িত্বভার ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আইনে নারীর অংশ পুরুষ থেকে কম রাখা হয়েছে। এটাই সু-বিচারের দাবী।

চ. সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ

ধন-সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের মৌল ঘোষণা হলো- আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ মালিকত্ব ও সার্বভৌমত্ব। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরাহ আশ-শূরার ৪৯তম আয়াতে বলা হয়েছে,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।'

অনুরূপভাবে সূরাহ আল-বাকারার ২৮৪তম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই।'

সূরাহ আল-'আরাফের ১২৮তম আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেন,

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۫ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।'

এই ধরণের অসংখ্য আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধনসম্মদ ও যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণ-সামগ্রী যত কিছুর অস্তিত্ব আছে- তা আসমান, জমিন, পানি, নদী-সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র যাই হোক না কেন সব কিছুই নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানাভুক্ত। এ ব্যাপারে তাঁর সমতুল্য নেই, কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, এই মালিকানায় কেউ তাঁর সাথে শরীকও নেই। মানুষ যখন ধন-সম্পদ অর্জন করে নেয়, তখন তার মনে ধন-সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভের দরুন যে অহংকার ও আত্মগর্ভীরিতা জেগে উঠে, এসব আয়াত দ্বারা তার পথ বন্ধ করা হয়েছে।

ছ. অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

'আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে এতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনো ইজমের অর্থনীতিতে সুবিচারের এ প্রসঙ্গটি একেবারেই অনুপস্থিত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আদল বা ন্যায়বিচার ও ইহসান বা কল্যাণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ইসলামী শারী'আহ্‌র অনুশাসন না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা লেনদেনে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ পরিপূর্ণ মাত্রায় আশা করা যায় না। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভোগের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক অন্যায় ও জুলুম পরিহার করতে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ সম্পদের প্রবাহ যেন ভ্রান্ত ও অবৈধ উপায়ে কোনো বিশেষ দিকে প্রবাহিত হতে না থাকে এবং বৈধ পথে অর্জিত অর্থসম্পদ ও যেন কোনো একস্থানে পুঞ্জিভূত হয়ে অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ইসলামে ভোগ অভ্যাসে সহজ-সরল ধারা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়ভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্ব স্ব শ্রম ও মেধার মাধ্যমে ন্যায়নীতি ও সততার সাথে আয় উপার্জন করতে বলা হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থা ইসলামী শারী'আহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তার অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের একটি। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা তথা ব্যাংকব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি উদ্বেগজনকভাবে উপেক্ষিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম হলো আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বর্ধিত হার অর্জন করা ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার প্রতি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জ. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শরী'আহ্তে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল এবং কিছু কাজকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও শরী'আহ্র এ বিধান প্রযোজ্য। হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম দেয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।' (সূরাহ আল-বাকারাহ : ১৬৮)

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে বৈধ উপায়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সূরাহ জুমুআ'-এর ১০ম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর্ অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে।'

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"ফরজ (ইবাদত বন্দেগীর) পর হালাল পথে উপার্জন করাও ফরজ" (মু'জামু ইবনুল 'আরাবী; আস-সুনানুল কাবীর)।

জীবিকা অন্বেষণকালে সব সময় দু'টি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, উপার্জিত জীবিকা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়টি হল তাইয়্যেব বা পবিত্র পথে উপার্জন করবে।

অপরপক্ষে ইসলাম-পূর্ব যুগে তো দূরের কথা, বর্তমান সভ্য যুগেও অন্যান্য মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স

করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর ফি বা শুল্ক দিলেই যেকোন পরিমাণ আয়েই তার বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষসীমা বা বৈধ-অবৈধ'র প্রশ্ন নেই। এমন কি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ এবং অর্থনীতিতে অবাধে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে পার্টির উর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্যে এ সব নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয়নি। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম এবং এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল হারাম পথ, পন্থা ও পদ্ধতি থেকে মানবতাকে মুক্ত করাই হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য।

ঝ. ধন-সম্পদ পুঞ্জিভুত করার উপর নিষেধাজ্ঞা

ইসলাম মজুদদারী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কোনো অবস্থায়ই সমর্থন করে না। ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা ও মজুদদারীর নিষিদ্ধতা এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে বহু আয়াত নাজিল হয়েছে। সূরাহ আত-তাওবার ৩৪তম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং আল্লাহর্ পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।'

সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য। ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছে।

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে সে জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে।

আর এজন্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থায় করযে হাসানা ও মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের প্রবর্তন করা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর মাদানী জীবন থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশ' বছরের বেশি সময় ধরে এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল। অতএব সামাজিক কল্যাণের দিকে নজর দেয়া ইসলামের অন্যতম নীতি।

ঞ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থা নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবিকই এবং কার্যকরীভাবে অসম্ভব। এতে উন্নয়নের জন্য অপেক্ষমান জাতি প্রত্যাশিত সুফল পেতে পারে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা। অর্থসম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য। এ নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক শৃঙ্খলা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইসলাম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না।

ট. অপব্যয় ও অপচয়ের নিন্দা

ইসলামী অর্থনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানে অপব্যয় ও বিলাসীতার স্থান নেই। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের বহু জায়গায় এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বনী ইস্রাইল এর ২৬ ও ২৭তম আয়াতে বলা হয়েছে

وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

'কিছুতেই অপব্যয় করিও না। যারা অপব্যয় করে তারা তো শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।'

সূরাহ আল-আরাফের ৩১তম আয়াতে বলা হয়েছে,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

'হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।'

ঠ. সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুনীর্তির উচ্ছেদ

ইসলামী অর্থনীতিতে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর পরিভাষায় এটি হলো 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল মুনকার' তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ দান। এটি মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল-কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দান কর। অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর।' (সূরা আলে-ইমরানের: ১১০)

ইসলামী অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার বা দুর্নীতির উচ্ছেদ করা।

এ অর্থব্যবস্থায় এমন সব নীতি গ্রহণ করা হয় যার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধিত হয়।

৩. ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় সম্পর্কে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)-এর অভিমত হলো,

Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.

'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তাঁর উদ্দেশ্য মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের সকল নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।'

ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ মালয়েশিয়া অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক হলো:

Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking business. Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam.

'ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত, ইসলামী ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।'

অতএব, ইসলামী ব্যাংক হলো আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় ও লেনদেনে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। কেননা আর্থ-সামাজিক কল্যাণে এ ব্যাংক ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্ববহন করে। যেমন-

১. মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম। (সূরাহ আল-বাকারাহ ০২ : ২৭৫) মু'মিন হিসেবে এ ঘোষণা আসার পর সুদী কারবারে জড়ানোর কোন সুযোগ নেই। সুদী কারবারের মূলৎপাটন করতে ও হালাল উপায়ে ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পরে। কতিপয় কাজ করা যেমনিভাবে ফরজ তেমনিভাবে কতিপয় কাজ থেকে বেঁচে থাকাও ফরজ। তাই সালাত যাকাত এর মত সুদ থেকে বেঁচে থাকাও ফরজের অন্তর্ভুক্ত ।

২. সুদভিত্তিক ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্নভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুদনির্ভর প্রতিষ্ঠান সুদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে শোষণ করে। সুদের কারণে ব্যবসায়ীর নৈতিকতা নষ্ট হয়। পণ্যের ওপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ হওয়ায় বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ সকল অবস্থার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশধারা

বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকিং সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক একটি বড় ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য আধুনিক বিশ্বে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং মুসলিম বিশ্বের জনগণের চাহিদা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসারের এটি প্রধান কারণও বটে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী

ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দানেরই আন্দোলন। আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'দ্যা ইকোনোমিস্ট' ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় 'এ সার্ভে অব ইসলাম' নামক প্রতিবেদন উল্লেখ করেছে যে, গত কয়েক শতকের মাঝে ইসলামের বড় সাফল্য হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, যা পাশ্চাত্যও গ্রহণ করতে পারে।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা

ইসলামী নীতিমালা ও শরী'আহ্ আলোকে ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় Pilgrims Savings Corporation' প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে সালে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালে ওআইসি ভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে মিশরের কায়রোতে 'নাসের সোশ্যাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৩ সালে ওআইসি ভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭৪ সালে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।

১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে International Association of Islamic Banks' (IAIB) গঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে জর্ডানে 'জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।

১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বাংলাদেশে ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সুদের ভয়াবহ শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নে পেশ করা হলো-

ক. সুদের বিলোপ সাধন : সুদের কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে মুক্ত করা ও আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা।

খ. আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা : অর্থ সম্পদ যেন এক শ্রেণী লোকের কাছে পুঞ্জীভূত না হয় বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অর্থ দ্বারা উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। সম্পদ কতিপয় লোকের নিকট যেন আবর্তিত না হয় সে ব্যাপারে কুর'আন সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে।

গ. সম্পদের সুষম বণ্টন : আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক আকাশ ছোঁয়া বৈষম্য দূরিকরণে ইসলাম সাদকা, যাকাত, উশর, কর ও সম্পদ হস্তান্তর নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ঘ. অলস পুঁজি একত্রকরণ ও বিনিয়োগ করা : অনেকেরই স্বাভাবিক জীবন যাপনের পর কিছু সম্পদ অলসভাবে পরে থাকে। এ সম্পদগুলো একত্র করে শিল্প স্থাপন করা যায় যা মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন করবে । ইসলাম যেমনিভাবে অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ করেছে তেমনি অলস সম্পদ উৎপাদনমুখী কাজে লাগানোকে উৎসাহিত করেছে। এ সকল কাজগুলো

সম্পাদনে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদ অলস না রাখার ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তির জমি রয়েছে সে যেন তা চাষ করে। সে যদি চাষ করতে অক্ষম হয় তবে তা তাঁর মুসলিম ভাইকে দিয়ে দিবে চাষ করার জন্য।'

ঙ. বেকারত্ব দূরীকরণ : ইসলামী ব্যাংক বিত্তবান, স্বল্প বিত্ত ও বিত্তহীন লোকদেরকে বিনিয়োগ প্রদান করে। এ সকল লোক ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ে উৎপাদনশীল খাতে খরচ করে বিধায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় ও বেকারত্ব দূর হয়।

৭. ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি

ইসলামী ব্যাংক তার নীতি, কর্মসূচী ও কর্মধারার মাধ্যমে যেসব আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিল করতে চায় তা হলো-

ক. ইসলামি শারী'আর নীতিমালার আলোকে এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ. আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে সুদ বর্জন করা।

গ. ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।

ঘ. বিনিয়োগ কার্যক্রমে সমাজের সাধারণ চাহিদার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।

ঙ. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

চ. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ছ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জ. ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৮. ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের পার্থক্য মৌলিক। অবয়ব দেখতে এক হলেও উভয়ের মাঝে রয়েছে বহুবিদ পার্থক্য। প্রচলিত ব্যাংকের ভিত্তিমূল হলো সুদ আর ইসলামী ব্যাংকের ভিত্তিমূল হলো অংশীদারীর ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামী ব্যাংকের ধারণা, নীতি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতির উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামী শরী'আহ্। পক্ষান্তরে প্রচলিত সুদী ব্যাংক পুঁজিবাদী তথা মানবরচিত আইন থেকে উৎসারিত। সুতরাং একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মাঝে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা পূর্বক যে সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা একটি ছক আকারে নিম্নে পেশ করা হলো।

ক্রম.	ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
১	ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।	সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাই প্রডাক্ট।
২	আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী অর্থ দর্শন থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ধারণা উৎসারিত।	মানবরচিত অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে এ ব্যাংকের ধারণা উৎসারিত।
৩	প্রধান উদ্দেশ্য সুদমুক্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ সাধন।	অর্থোপার্জনই মূল উদ্দেশ্য। জনগণের সার্বিক কল্যাণ উপেক্ষিত।
৪	ইসলামের আর্থ সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।	ব্যাংকের মালিকদের পুঁজি বাড়ানোই সুদভিত্তিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য।
৫	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে সম্পদের প্রবাহ ধাবিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম	সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়।

ক্রম.	ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
	কৌশল।	
৬	আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে।	বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদন্ড কাজ করে না।
৭	হালাল পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে এবং হালাল খাতে হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে।	জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগে হালাল হারামের বিধান অনুসরণ করা হয় না।
৮	ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে। কোন কিছু (লাভ-লোকসান) পূর্বনির্ধারিত থাকে না।	সুদী ব্যাংকে জমাকারী কোন ধরনের ঝুঁকি বহন করে না। মূল জমা পূর্ব নির্ধারিতহারে সুদসহ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ভোগ করে।
৯	পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করে	পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে
১০	ব্যবসায়ের নীতি ও কর্মকৌশলে অনগ্রসর সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রাধান্য পায়।	ব্যবসার সামগ্রিক আয়োজন কতিপয় পুঁজিবাদির মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত।
১১	ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো মুদারিব ও সাহিবে মাল, ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশিদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা	ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা
১২	কার্যক্রম শরী'য়াহসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে শরী'য়াহ কাউন্সিল।	শরী'য়াহ বোর্ডের প্রয়োজন মনে করে না বা স্বীকার করে না
১৩	সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগীতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়	একে অন্যের দুঃসময়ে হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে না। পারস্পরিক অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়

ক্রম.	ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
১৪	বহুমূখি বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে	বিনিয়োগ পদ্ধতি সীমিত
১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা ব্যর্থতার বিষয়টি মূল্যায়ন করে	প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা ব্যর্থতার বিষয়টি মূল্যায়ন না করে সহায়ক জামানতের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়
১৬	বিনিয়োগ পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে নেয়ার সুযোগ কম বিধায় পাওনা অনাদায়ী হওয়ার আশংকা কম	টাকা বেচা কেনার পদ্ধতিতে টাকার লেনদেন হয় ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে নেয়ার সুযোগ থাকায় অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ বেড়ে যায়
১৭	গ্রাহকের ব্যক্তি চরিত্র, নীতি নৈতিকতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে	গ্রাহক কর্তৃক সুদ ফেরত দেয়ার সামর্থের দিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গ্রাহকের নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেয় না।
১৮	শরী'য়াহ অননুমোদিত খাত থেকে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়	যে কোন উৎস থেকে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । হালাল হারামের কোন বাছ বিচার করা হয় না।

ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ এক বিশেষ নি'আমত। এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু সৃজিত সবকিছু মানুষের প্রয়োজনে। মহান আল্লাহ সকল মানুষের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। জীবিকার অনুসন্ধানে আল্লাহ মানুষকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সে চেষ্টার অংশ হিসেবে জীবিকার অন্বেষণে মানুষ বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তৈরি হয়েছে অর্থশাস্ত্র। যে শাস্ত্রে মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ে আলোচনা করে তাই অর্থশাস্ত্র।

মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেনের ধরন, জীবিকা অনুসন্ধানের পন্থা ও পদ্ধতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামী জীবনদর্শনে। ইসলামের আলোকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাই ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতিতে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ও নীতি-নৈতিকতার সীমারেখা। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সীমারেখার মধ্যে থেকে মানুষকে তার সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সামগ্রিক কল্যাণ। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাবির্ক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো, সকল ধরনের কর্মে ইসলামী শরী'আর পূর্ণ অনুসরণ, সুদ-ঘুষ মজুদদারী রহিতকরণ, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন, ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন, অভাবগ্রস্ত ও দুঃস্থদের স্বার্থ সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের সকল প্রকার নাগরিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

ইসলামী অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'রিবা' বা সুদের নিষিদ্ধতা। মহান আল্লাহ 'রিবা' হারাম করেছেন। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে 'রিবা' এতই মারাত্মক যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই কাজকে তাঁর এবং রাসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং প্রচলিত সকল সুদই ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ের লেনদেন হোক সবই 'রিবা'র অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা, লেনদেন, ব্যাংকিং আল-কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত নীতিমালা ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

অর্থনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ ব্যাংকিং। ব্যাংকিং ছাড়া অর্থনৈতিক লেনদেন ও সকল প্রকার অর্থায়ন অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বে দু'ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে- সুদভিত্তিক ও সুদমুক্ত। সুদমুক্ত ব্যাংকিং মানে ইসলামী ব্যাংকিং।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল মতবাদ বা দর্শন হলো ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমে সুদের নিষিদ্ধতা। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সকল লেনদেনে সুদ নিষিদ্ধ। যার ভিত্তি আল-কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। মহান আল্লাহ বনী আদমকে জীবনের সকল স্তরে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই মহাবিশ্বের সকল সম্পদের মূল মালিক স্বয়ং মহান আল্লাহ। সীমিত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষকে এই সম্পদের ভোগ দখলের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে আমরা সামান্য কয়েক দিনের জন্য পাহাড়াদার মাত্র। তাই মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত এই বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক মনে না করে মূল মালিকের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে সম্পদের ভোগদখল করা। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মানুষকে যে সম্পদ দান করা হয়েছে এই সম্পদে সবার ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। অসহায়, দরিদ্র, দুস্থ, পঙ্গু, অক্ষম প্রভৃতি পিছিয়ে পড়া লোকদের আর্থিক সেবা দান, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া সম্পদশালী লোকদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, উদারতা, সাম্য, মিত্রতা, সামাজিক বন্ধন চরমভাবে ব্যহত হবে। একদিকে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নানা অর্থনৈতিক অপরাধ বেড়ে যাবে, সমাজের শৃংখলা, শান্তি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, অন্যদিকে কুক্ষিগতকারী পুঁজিবাদীদের সম্পদের সীমাহীন লোভে সমাজের প্রভুরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক স্বৈরাচার আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার পশ্চাতে থাকবে দরিদ্রের প্রতি সীমাহীন যুলুম নির্যাতন ও প্রভাব প্রতিপত্তির নাঙ্গা খড়গ। এর ফলে সমাজের অভাবী-বঞ্চিতদের বঞ্চনাজনক ক্ষোভ দ্রোহে পরিণত হয়ে স্বৈরাচারী ধনকুবেরদের সীমাহীন লোভ-লালসা ও তিক্ত দূর্গন্ধযুক্ত নিন্দিত স্বর্গ সুখের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটবে। মানুষের মধ্যে দু'টি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

অন্যদিকে অভাবী ও বঞ্চিত শ্রেণীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাদিহি করতে হবে। স্বয়ং এ সম্পদই সম্পদের রক্ষকদের মসিবতের কারণ হবে। আল্লাহর পথে তথা তাঁর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে অর্থ ব্যয়, নিজ অধীনস্থ লোকজন ও দরিদ্রদের সেবা প্রভৃতি খরচ করলে, আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তা কর্জে হাসানারূপে গ্রহণ করে নেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সময় মতো এর উত্তম প্রতিদান দান করবেন। এর মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। দুনিয়াতে তার প্রতি মানুষের সম্মান ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে যেমন অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে তারা এমন নজরানা পেশ করেছেন যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরামের মডেল অনুসরণ করে সমাজের শান্তি-শৃংখলা, নিরাপত্তা বিধান করা, মানুষের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের দাবী। অত্র অধ্যায়ে **ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা** বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ পরিচিতি

'আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়' যাকে আরবি انفاق فِي سَبِيلِ اللَّهِ (ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ) বলা হয়। انفاق শব্দটি نفق শব্দমূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। نفق এর অর্থ 'সুড়ঙ্গ'। যার উভয় মুখ খোলা অর্থাৎ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়। 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' বাক্যটি পবিত্র কুরআনে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বাক্যটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম নির্দেশিত যে কোনো কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয়িত অর্থকেই 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' বা হয়।

ড. সা'দী আবূ হাবীব বলেন, (الإدرار على شيء بما فيه بقائه) 'কোন বস্তুকে এমনভাবে খরচ করা যাতে খরচকৃত অর্থ খরচকারীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।' (আল কামুসুল ফিক্বহী লুগতান)

অতএব ধন-সম্পদ যদি অভাবীদের সাহায্যার্থে অথবা আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা করার জন্যে বা জনকল্যাণমূলক কাজে বা জিহাদের উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করা হয় তা 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে গণ্য হবে।

'ইনফাক' প্রধানত দুধরণের।

১. আল-ইনফাক আল-ওয়াজিব। অর্থাৎ যে খরচ করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য, না করলে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যেমন- যাকাত, 'উশর, সাদকাতুল ফিতর, আবশ্যিক ভরণ-পোষণ ইত্যাদি।

২. মুস্তাহাব ইনফাক। অর্থাৎ যে খরচ করা বাধ্যতামূলক নয় তবে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার জন্য করতে হয়।

মুসলমানদের ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার জন্যে নয়; বরং একদিকে আয় হবে অন্যদিকে তেমন তা ব্যয় হতে থাকবে। দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে যেখানেই জিহাদের কথা বলেছেন সেখানেই মাল ও জানের কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, কুরআনে জিহাদের বর্ণনায় দেখা যায়, জানের কুরবানীর পূর্বে মাল কুরবানী করার কথা বলেছেন। মাল ও জানের কুরবানি ছাড়া আল্লাহর দীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়াও গরিব, মিসকিন, অসহায় এতিম, আত্মীয়-স্বজনকে দান খায়রাত করার জন্য যথেষ্ট তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনের ৬৯বারেরও অধিক স্থানে ইনফাক বা অর্থ ব্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর গুরত্ব

'ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ'র গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করতে বিভিন্নভাবে তাগিদ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর পথে খরচ করলে দাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইনফাকের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। মানুষের ভালোবাসা লাভ করা যায়। দানকারী তার দানের মাধ্যমে নিজের আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে 'ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ'র অবদান অনস্বীকার্য।

ক. স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করার নির্দেশ : অনেকে মনে করেন, ধনী বা স্বচ্ছল ব্যক্তিরাই শুধু দান করবেন। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার জন্য স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা স্বচছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।" (সূরাতু আলে ইমরান, ০৩: ১৩৪)

খ. যাকাত ফরয না হলেও প্রাপ্ত রিযিক থেকেই দান করতে হবে : যার ওপর অর্থ দান তথা যাকাত সাদকা প্রদান করা ফরয নয় তার জন্য স্বীয় প্রাপ্ত রিযিক থেকে হলেও দান করার জন্য সূরাহ ইব্রাহীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে বলেন,

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।'

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

'আর কি-ই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র উপর কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্‌-প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ্‌, তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত।' (সূরাতুল নিসা: ৩৯)

يُنْفِقُونَ

'যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরাতুল হজ্জ:৩৫)

'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরাতুল সিজদা: ১৬)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরাতুল শুরা: ৩৮)

গ. গুনাহের কাফফারা স্বরূপ : চলার পথে মানুষ বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, গোনাহ ও নাফারমানীর কাজে জড়িয়ে পড়ে। পরকালে এই গুনাহসমূহ ব্যক্তির মুক্তির পথে বড় অন্তরায়। কিন্তু ব্যক্তির যদি আল্লাহর পথে খরচ এর মত পুণ্য থাকে তাহলে তার ত্রুটিসমূহ মাফ করে দেয়া হয়, ইনফাকের পুণ্যসমূহ কাফফারা হিসেবে গণ্য হয়, ব্যক্তি পরকালীন কঠিন আজাব থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হয়। রাসূল (সা.) বলেন, 'সাদাকা পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়। (সুনানে তিরমিযী, হা. ৬১৪)

ঘ. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ: মহান আল্লাহ বান্দার 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র বরকতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন। ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ পরিমাণ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তা ব্যক্তির মুক্তির অবলম্বন হতে পারে। রাসূল (স.) বলেন, اتقوا النار ولو بشق تمرة. 'এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো।' (তিরমিযী)

ঙ. সম্পদে বরকত লাভ: কৃপণ ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব রিযিককে তার বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য চান প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য চান, সংকুচিত করে দেন। আর তোমরা যা কিছু খরচ কর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান দিবেন। আর তিনি উত্তম রিযিকদাতা।' (সূরাহ সাবা: ৩৯)

চ. মানসিক প্রশান্তি লাভ : দান সাদাকার দ্বারা একদিকে যেমন দানকারীর অন্তরে সৃষ্টি হয় দায়িত্ব পালনের আনন্দ। অন্যদিকে দান গ্রহীতার অন্তরে প্রয়োজন পূরণের অবারিত আনন্দ ভাল লাগার সৃষ্টি হয়। উভয়ের মাঝে ভালোবাসার সেতুবন্ধনে সূচিত হয়। এটি ইসলামী শরী'আহর দাবীও বটে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান প্রদান কর, তোমাদের পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (আল-আদাবুল মুফরাদ,)

ছ. বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ : দুনিয়াতে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়, বিভিন্ন বিপদ মুসিবত মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইনফাকের মাধ্যমে বিপদ মুসিবত দূর হয়, মহান আল্লাহ বিভিন্ন প্রয়োজন নিজ থেকে ইনফাককারী বান্দাহকে পূরণ করে দেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের থেকে তার দুনিয়াবী বিপদকে দূরে সরিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার

বিপদকে দূরে সরিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ঋণ গ্রহীতাকে সুযোগ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে। (সহীহ মুসলিম)

জ. আল্লাহর পথে খরচ না করা ধ্বংসের মুখে ফেলার শামিল: মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'আর ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।' (সূরাতুল বাকারাহ: ১৯৫)

ঝ. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের প্রতিদান: অর্থ-সম্পদ দান করাকে মহান আল্লাহকে ঋণ দেয়ার সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

" কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।" (সূরাহ আল-হাদীদ ৫৭: ১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা। (সূরাতুস সাবাহ: ৩৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।' (সূরাতুল বাকারাহ: ২৬১-২৬২)

অত্র আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ পর্যন্ত পৌঁছে। এক টাকা ব্যয় করলে সাতশ টাকার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে বর্ণিত আছে একটি সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ গুণে পৌঁছে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদে খরচ করে, আর জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তখন এক দিরহাম সাতশত দিরহামের সাওয়াব পাওয়া যাবে, আর যদি দানকারী জিহাদেও অংশগ্রহণ করে, তখন এক দিরহামে সাত লক্ষ দিরহামের সাওয়াব পাবে। (রুহুল মা'য়ানী; আনোয়ারুত তানযীল)

ঞ. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে পৌঁছায় : রাসূল (স.) বলেন, 'দানশীলতা জান্নাতের একটি গাছ, যার ডাল-পালা পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত। যে ব্যক্তি এক একটি ডাল ধরবে, সে ডাল তাকে জান্নাতে টেনে নেবে। আর কার্পণ্য জাহান্নামের একটি গাছ, যার ডাল-পালা পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলান। যে কেউ তার একটি ডাল ধরবে, সে ডাল তাকে জাহান্নামে টেনে নেবে।' (দারা কুতনী; বায়হাকী)

ট. দীন বিজয়ের আগে খরচের মর্যাদা বেশী : মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্‌ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্‌ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"(সূরাহ আল-হাদীদ ৫৭: ১০)

ঠ. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় না করার পরিণতি: মহান আল্লাহ বলেন,

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

'শোন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছ, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ।' (সূরাতু মুহাম্মদ, ৪৭: ৩৮)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

'এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অত:পর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুত: আল্লাহ্‌ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল।' (সূরা আলে ইমরান: ১১৭)

ড. যারা দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয় তারাই আল্লাহর পথে খরচ করতে পারে : মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো দু'টি, মাল ও জান। মাল বা ধন-সম্পদ রক্ষায় মানুষ জান দিয়ে দেয়, আবার জান রক্ষার জন্য সব মাল ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। মহান আল্লাহ এ প্রিয় দু'টি বস্তুই বান্দার নিকট চান। বিনিময়ে জান্নাত দিতে চান।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।"(সূরাহ আত-তাওবাহঃ ১১১)

৩. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের মূলনীতি / গ্রহনীয় ইনফাকের শর্তাবলী

ক. নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা : আল্লাহর কাছে যেকোন 'ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা সর্বপ্রথম শর্ত। ইখলাস বিহীন 'ইবাদাত পরিমানে যত বেশি আর সুন্দর হোক না কেন, আল্লাহর কাছে কখনোই কবুল হবেনা। সহীহ নিয়ত বলতে বুঝায়, সকল 'ইবাদাত বন্দেগী কেবল মহান রবকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সম্পন্ন করা। সহীহ নিয়্যাত প্রসংঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ

دِينُ الْقَيِّمَةِ

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।' (সূরাহ আল-বায়্যিনাহ: ৫)

হাদীসেও সহীহ নিয়্যাত প্রসংঙ্গে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'প্রত্যেক কাজ নিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে।' (সহীহুল-বুখারী, হাদীস নং- ১)

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নিকট থেকে প্রতিদান পাবার আশায় অত্যন্ত খালিস নিয়তে অর্থ ব্যয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।' (সূরা বাকারাহ: ২৭২)

লোক-দেখানোর উদ্দেশে দান আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয় এ সম্পর্কে মহান আরো বলেন,

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের

প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী। (সূরাতুল নিসা: ৩৮)

খ. দান গ্রহীতাকে ঘৃণীত মনে না করা ও খোটা না দেয়া : দান গ্রহীতাকে ঘৃণীত মনে না করা এবং কষ্ট পায় এমন কোন আচার ব্যবহার না করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অতপর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।’ (সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৬৪)

এই আয়াতের প্রথম অংশ থেকে জানা যায়, দান করে প্রতিদান চাইলে বা অনুগৃহিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে দান বরবাদ হয়ে যাবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ‘উছমানীতে রয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আর ব্যয়ের জন্য কাউকে খোটা দেয় না, উত্যক্ত করে না, যেন-তেন বলে না, খিদমত বা বিনিময় নেয় না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। এমন লোকদের জন্য রয়েছে পূর্ণ সাওয়াব। তাদের সাওয়াব হ্রাস পাওয়ার কোন ভয় নেই।

খোটা দান প্রসংগে রাসূল (স.) বলেন, তিন শ্রেণির লোকদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না, প্রথম

হল যারা পরিধেয় কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে, দ্বিতীয় যারা উপকার করে খোটা দান করে, তৃতীয় যারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে বাজারে পন্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। (সুনানে নাসাঈ)

গ. মুসলিম হতে হবে : দান কারীর দান আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দানকারী মুসলিম হতে হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ছাড়া কারো কোন কল্যানকর কাজ ও আল্লাহর কাছে পুণ্য হিসেবে গৃহীত হবে না। সূরাহ বাকারার ২৬৪ নং আয়াতে দান গৃহীত না হওয়ার যে কারণগুলো উলেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল, 'যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের দান গৃহীত হবে না।' সুতরাং যে কুফুরি করল এবং কুফুরি বিশ্বাস নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করল, তার কোন কল্যাণকর কাজই আল্লাহর কাছে গৃহিত হবে না। তাই মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

'তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।' (সূরাতুল তাওবাঃ ৫৪)

ঘ. পবিত্র ও হালাল বস্তু দান করা : পবিত্র বস্তু আল্লাহর পথে দান করতে হবে। আল্লাহ নিজে যেমন পবিত্র তেমন হালাল বস্তু ছাড়া তিনি দান হিসেবে কোন কিছুর প্রতিদান দিবেন না। সুতরাং অবৈধ পথে আয় করা সম্পদ দিয়ে অথবা হারাম বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করলেও কোন পুণ্য লাভের আশা করা যায় না।

মুফতী শফী (রহ) বলেন, ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কিত আয়াত হাদীস গুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, আল্লাহর ব্যয় ও সাদাকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত রয়েছে।

এক. পবিত্র ও হালাল ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।

দুই. সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

তিন. বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। নিজ ধারণামত কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়, বরং খাতটি শরী'আতের বিচারে বৈধ কি-না তা দেখা জরুরী।

চার. খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবেনা।

পাঁচ. যাকে দান করা হয় তার সাথে এমন আচরন করা যাবেনা, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন ও তার মনে ব্যথা অনুভূত হয়।

ছয়. যে ব্যয় করবে তাকেও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ব্যয় করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র পদ্ধতি

ক. ধন-সম্পদের ভালো ও উৎকৃষ্ট অংশ দান করতে হবে : এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন।' (সূরাতু আলে ইমরান: ৯২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত।' (সূরা বাকারাহ: ২৬৭)

হযরত 'আউফ ইবন মালিক (রা.) বলেন, 'একদা রাসূল (রা.) মসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছ লাঠি দিয়ে আঘাত করে বললেন, এর সাদাকাকারী ইচ্ছা করলে এর চাইতে উত্তমটি সাদাকা করতে পারত। তিনি আরো বলেছেন, এর সাদাকাকারীকে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে।" (সুনানু আবী দাঊদ)

খ. অর্থ ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন : ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে দান করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কাম্য নয়। আল্লাহর পথে নানাভাবে দানের জন্য অনুপ্রাণিত করা হলেও তাতে সীমাতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাতে সুন্দর ও সুষম নীতিমালাও বেঁধে দেয়া হয়েছে। সামর্থ অনুযায়ী সর্বোচ্চ দান করতে হবে। যার যে পরিমাণ সামর্থ সে অনুযায়ী অর্থ দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন।' (সূরা তালাক: ০৭)

গ. মৃত্যুর পূর্বে দান করা : আমাদের উচিত দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেই সুস্থ সবল ও নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পূর্বে দান করা কেননা সম্পদ ও সামর্থ চিরস্থায়ী হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে ইমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর প্রত্যেকে যেন আগামীকালের জন্য কী সঞ্চয় করছে, তা ভেবে দেখে।' (সূরাহ আল-হাশর:

১৮) মৃত্যু আসার পূর্বে দান করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

'আপনি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে প্রকাশ্যে দান করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন কেনা-বেচা থাকবে না আর কোন বন্ধুও থাকবে না। (সূরাহ ইবরাহীম : ৩১)

মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারাহ: ২৫৪)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সূরা মুনাফিকুন: ১০)

ঘ. সংকট ও বিশেষ মুহূর্তে দান: সংকট ও প্রয়োজন মুহূর্তে বেশী বেশী দান করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরাহ আল-হাদীদ: ১০-১১)

ঙ. দান গোপনে ও প্রকাশ্য উভয়ভাবেই করা যায় : আল্লাহর পথে গোপনে-প্রকাশ্যে রাতে-দিনে সর্বাবস্থায়ই দান করা যায়। নিয়্যতের বিশুদ্ধতা থাকলে সব 'ইবাদাতের সওয়াব আল্লাহ প্রদান করবেন, তবুও রাসূল (সা.) গোপনে দান করতে উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যে সাত শ্রেণির মানুষকে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া প্রাপ্তের কথা বলেছেন তার মধ্যে এক শ্রেণির হলো, সে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করেছে বাম হাত তা জানে না। গোপনে দান করলে প্রদর্শনেচ্ছার সম্ভাবনা থাকে না। গোপনে দান মহান রবের ক্ষোভকে প্রশমিত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয় গোপনে দান আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করে।" (*আল মু'জামুল কাবীর*)

গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় পন্থায় দান করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা কর, যাতে কখনও লোকসান হবে না। (সূরাতুল ফাতির: ২৯)

চ. অমুসলিমদেরও নফল দান করা যাবে : নফল সাদাকাহ ধর্ম বর্ণ নির্বেশেষে সকলকে দান করা যাবে। এর খাত নির্দিষ্ট নয়; বরং মুসলিম, অমুসলিম যে কোন প্রাণীকেই দেয়া যাবে। কেননা মানুষ কাউকে হিদায়াত দেয়ার মালিক নয়, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দেন। সুতরাং আল্লাহর বান্দাদেরকে নফল দান করার ক্ষেত্রে পার্থক্য করা উচিত হবে না।

ছ. আত্মীয় স্বজনকে অধিকার প্রদান: যাকাত নির্দিষ্ট কতিপয় আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া জায়েয না হলেও নফল সাদাকা আত্মীয়-স্বজনসহ সকলকেই দেয়া যাবে; বরং নফল সাদাকার ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাধীকার দেয়া হবে।

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমার নিকটস্থ লোকদের দিয়ে (দান খয়রাত) শুরু। আর উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

জ. দানকারীকে প্রফুল্লচিত্তে দান করতে হবে : দান করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর করুণা মাগফিরাত ও মর্যাদা পাওয়া যায়। তাই দানকারীকে অবশ্যই সন্তুষ্টচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দান করতে হবে। এতে যেমন দান করার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অনুভূত হবে, তেমনি দান গ্রহীতাও লজ্জামুক্ত ও প্রশান্ত চিত্তে খুশিমনে দান গ্রহণ করতে পারে। খুশী মনে দান করার প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদের নিকট যখন যাকাত গ্রহীতা আসে, তখন ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে সে যেন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। (সহীহ মুসলিম)

ঝ. সাদাকার মাল দ্রুত দান করা : যে কোন কল্যাণকর কাজে দ্রুতগামী হওয়া বিবেকের দাবী। রাসূল (সা.) নিজে মঙ্গলজনক কাজে যেমন অগ্রগামী ছিলেন, স্বীয় উম্মতকেও তিনি দান-সাদাকা তথা সকল পূণ্যের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে

উৎসাহিত করেছেন। হযরত ‘উকবাহ ইবন হারেস (রা.) বলেন,

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ

রাসূল (সা.) আমাদের নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর বিলম্ব না করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ঘরে সাদাকার একটি রৌপ্যের টুকরা ছেড়ে এসেছি আর আমি চাই না, যে এটি আমার ঘরে থাকাবস্থায় আমি রাত অতিবাহিত করি, তাই দ্রুত বণ্টন করে দিলাম। (সহীহুল বুখারী)

রাসূল (সা.) বলেন,

«لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ

-‘যদি আমার কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ জমা থাকে, আমি চাইব না যে, আমার উপর দিয়ে তিন রাত অতিবাহিত হোক আর আমার কাছে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাক, তবে ঐ অংশ ছাড়া যা দিয়ে আমি আমার ঋণ পরিশোধ করব।’

(সহীহুল বুখারী, হা. ২৩৮৯)

৫. আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যয়ের খাতসমূহ

ক. জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথে ব্যয় : মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।' (সূরা সফ : ১০-১১)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।'(আল-আনফাল : ৬০)

খ. জিহাদরত অভাবী মুজাহিদের প্রয়োজনে ব্যয় : মহান আল্লাহ বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে- জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (সূরা বাকারাহ: ২৭৩)

গ. নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন, অসহায় পথিক, সাওয়ালকারী এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় : মহান আল্লাহ বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।” (সূরা বাকারাহ: ২১৫)

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

‘আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে।’ (সূরা বাকারাহ: ১৭৭)

ঘ. বিবি বাচ্চাদের ভরণ পোষনের জন্য অর্থ ব্যয় : হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান ও পরিবারের জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়।" (সহীহ মুসলিম)

৬. রাসূল (স.) ও সাহাবীগণের দান ও কুরবানীর উদাহরণ

- রাসূল (স.) ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন। একদিন মসজিদে নববীতে ভাষণ দেওয়ার সময় সহসাই এমনভাবে লোকদের ভেদকরে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলেন তাতে মনে হল কোন ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। তিনি ফিরে এসে বললেন এক রতি সোনা ছিল তা বিলিয়ে না দিয়ে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।
- খাদিজাতুল কুবরা (রা.) প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ রাসূল (স.)-এর হাতে সমর্পন করেন।
- হযরত আবূ বকর (রা.) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। দাসমুক্তিসহ দীনের পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মক্কায় চল্লিশ হাজার দিরহামের মালিক ছিলেন। যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন আড়াই হাজার দিরহাম ছিল। তাবুক অভিযানের সময় সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে দান করেন।
- হযরত উমর (রা.) তাবুক অভিযানে মোট সম্পদের অর্ধেক দান করেন।
- হযরত উসমান (রা.) সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ছিলেন। বীরে রুমা কুপ খরিদ করে মুসলমানদের ওয়াকফ করে দেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী দান করেন। নগদ এক হাজার দীনার, ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া দান করেন এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নেন।

- আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) মদীনায় প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তাবুক অভিযানে আট হাজার দীনার নগদ দান করে রেকর্ড করেন। আল্লাহ বলেন, এ তো সেই ব্যক্তি যার উপর রহমত নাযিল হতে থাকবে।
- অনেক সাহাবী ঘরবাড়ী সব ত্যাগ করে মদীনায় পাড়ি দেন।
- আনসারগণ মুহাজীরগণকে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সম্পদে অংশীদার বানান।
- হযরত সুহাইব (রা.) কাফেরদের হাতে সব সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দীনের খাতিরে মক্কায় হিজরত করেন।
- আব্দুল্লাহ ইবন উমরের (রা.) নিকট যে দাস-দাসী উত্তম বলে মনে হত তাকেই স্বাধীন করে দিতেন।

বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করাই ইসলামী শরী'আতের প্রধান উদ্দেশ্য। মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রনীত হয়েছে। ইসলামে দু'ধরনের 'ইবাদত রয়েছে একটি হলো শারীরিক 'ইবাদত অপরটি হলো আর্থিক 'ইবাদত। উভয় প্রকার 'ইবাদত পালনই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবী। ইসলাম নির্দেশিত যে কোন কল্যাণকর কাজে অর্থ ব্যয় করাকে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বলে'। এর মাধ্যমে সম্পদের অপবিত্রতা যেমন দূর হয় তেমনি হৃদয়ের অপবিত্র স্বভাব যেমন হিংসা, অহংকার, লোভ-লালসা কৃপণতা প্রভৃতি বিদূরিত হয়ে অন্তর নির্মল পরিচ্ছন্ন ও কদর্যতা মুক্ত হয়। আল্লাহর পথে অর্থ দানের মাধ্যমে দাতার সম্পদ কমে না; বরং বাড়ে। এর দ্বারা দেশীয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, মুদ্রার তারল্য সৃষ্টি হয়, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার ভাব দূর হয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ হয়, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

সমাজে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র ব্যাপক প্রচলন না থাকলে অর্থের অভাবে সমাজে অভাবী লোকদের মাধ্যমে নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অপরাধ সংগঠিত

হয়। ধনী দরিদ্রের মাঝে শত্রুতা হিংসা-বিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ পুনঃপুনঃ মু'মিনদের দান সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মনবতার কল্যাণ, মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, পরকালীন জীবনের মুক্তি ইহকালীন শান্তি নিশ্চিত করতে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব অপরসীম। রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র মডেল। তাঁর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবীগণ এ ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। সাহাবীগণ সম্পদের মায়া তুচ্ছ করে আল্লাহর পথে অকাতরে সাদাকা করতেন। মূলত সাহাবীগণের সীমাহীন শারীরিক মানসিক ও আর্থিক আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার গতি ত্বরান্বিত হয়।

অতএব 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র মত একটি মৌলিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের চেষ্টা করি।

নোট